প্রথম আলো

তারিখ ... 05 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 ......

দেশে এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় হবে : বিমানমন্ত্রী

বাসস ●

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেছেন, বাংলাদেশি তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সরকার দেশে একটি এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রী গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে পর্যটনবিষয়ক ম্যাগাজিন *ভ্রমণ* ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) আয়োজিত 'রোল অ্যান্ড ইমপ্যাক্ট অব এভিয়েশন সেক্টর অন ভিজিট বাংলাদেশ, ২০১৬' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মেনন বলেন, যেখানে কর্মসংস্থান একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ, সেখানে এভিয়েশন খাত এখনো সেভাবে বিকশিত হয়নি। এই শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি বলেন, সময়ের পরিবর্তিত প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন খাত এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রী বলেন, পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে এভিয়েশন খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অধিকাংশ পর্যটক বিমানে চড়েই আসেন এবং বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা পেরিয়েই একটি দেশের মাটিতে পা রাখেন। সুতরাং পর্যটকদের সঙ্গে অতিথির মতো আচরণের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করা যায়, যা পর্যটনশিল্পে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেসরকারি বিমান সংস্থা নভোএয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মফিজুর রহমান। আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, কম্পট্রোলার জেনারেল অব বাংলাদেশ মাসুদ হোসেন, মালয়েশিয়া-বাংলাদেশ চেম্বারের সাবেক সভাপতি নাসির এ চৌধুরী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সরকারঘোষিত পর্যটন বর্ষে সাফল্যের জন্য এভিয়েশন খাতের ভূমিকা যেমন বিরাট, তেমনি সরকারের কিছু উদ্যোগী ভূমিকা পাওয়া গেলে এখান থেকে খুব দ্রুত অনেক বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।